নিরাপত্তাহীনতা শিশুবিয়ের প্রধান কারণ। বিয়ে বন্ধে সহায়তা পেতে সরকারি হটলাইন নম্বরের কথা জানেন না ৫৪.৫ শতাংশ মানুষ।

ছবি: এস এ এম নাসিম, ক্রিয়েটিভ কমনস্; ইউএবি ইন্সটিটিউট ফর হিউম্যান রাইটস্ ব্লগ।

১. ভূমিকা

শিশুবিয়ে অভিশাপ। এরফলে শিশুর জীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নষ্ট হয়ে যায়। যা মানবাধিকারের লংঘন। শিশুবিয়ে বন্ধে দেশে আইন আছে। কিন্তু তার পরেও শিশুবিয়ে বন্ধ করা যাচ্ছে না। ছেলেদের মধ্যে ৪% এর বিয়ে হয় ১৮ বছর পেরুনোর আগেই। শিশুবিয়ের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়[১]।

ইউনিসেফের প্রতিবেদন-২০১৯ অনুযায়ী, ২০-২৪ বছর বয়সী নারী, যাদের বিয়ে হয়েছিল ১৫ বছরের আগে, দেশে এই হার ১৫.৫ শতাংশ। কিন্তু বরিশাল বিভাগে এই হার ১৬.২ শতাংশ এবং ভোলা জেলায় ১৮.৮ শতাংশ[২]। অথচ ২০১৩ সালের প্রতিবেদন অনুয়ায়ী দেশে এই হার ছিল ১৫.৫ শতাংশ[৩]। অর্থাৎ ১৫ বছরের নিচে শিশু বিয়ের হার বরিশাল ও ভোলায় বেড়েছে।

ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০-২৪ বছর বয়সী নারী, যাদের বিয়ে হয়েছিল ১৮ বছরের আগে, দেশে এই হার ৫১.৪ শতাংশ। কিন্তু বরিশাল বিভাগে এই হার ৫৫.৬ এবং ভোলা জেলায় ৬০.৩ শতাংশ। অথচ ২০১৩ সালে দেশে এই হার ছিল ৫৮.৬ শতাংশ। অর্থাৎ ১৮ বছরের নিচে শিশু বিয়ের হারও রবিশাল ও ভোলায় বেশি।

কেন জাতীয় হারের চেয়ে ভোলা জেলায় শিশু বিয়ের হার বেশি, শিশুবিয়ের ক্ষেত্রে করোনার কোন প্রভাব রয়েছে কি না এবং শিশু বিয়ের ফলে বিশেষতঃ নারীর জীবনে কি ধরণের প্রভাব পড়ছে তা জানতেই কোস্ট ট্রাস্ট ২৫ অক্টোবর-৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ এই গবেষণার অবতারণা করে। নিম্নে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

১. শিশুবিয়ের কারণ অনুসন্ধান।
২. শিশুবিয়ে প্রতিরোধে- ব্যর্থতা ও সফলতার কারণগুলো জানা।
৩. জীবনের উপর শিশুবিয়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করা।
৪. শিশুবিয়ে প্রতিরোধে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে সহায়তা করা।

1 www.girlsnotbrides.org/child-marriage/bangladesh
2 Multiple Cluster Indicator Survey (MICS) 2019, BBS
3 Multiple Cluster Indicator Survey (MICS) 2013, BBS

৩. গবেষণার পদ্ধতি

১. কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ভোলা জেলার প্রতিটি উপজেলা থেকে শিশুবিয়ে হয়েছে বা এটি প্রতিরোধ করেছেন এমন ব্যক্তি বা বিয়ের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবগত আছেন যেমন, পাত্র-পাত্রী, বাবা-মা, অভিভাবক, প্রতিবেশি, কিশোরী ক্লাব বা সিবিসিপিসি'র সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, সহপাঠী ইত্যাদি ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

২. শিশুবিয়ে প্রতিরোধের সাথে যুক্ত এমন ব্যক্তিদের সরাসরি সাক্ষাৎকার (যেমন-জেলা/উপজেলা প্রশাসন, জাজ, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য বা সিবিসিপিসি'র সদস্য ইত্যাদি) গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. কেসস্টাডি সংগ্রহ।

৪. শিশুবিয়ের ভালো-মন্দ নিয়ে শিশুবিয়ের শিকার কিশোরীদের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো শিখন/ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য চিত্রায়ন করা হয়েছে।

৫. এফজিজি-৭টি: প্রতি উপজেলাতে ইউপি সদস্য, সিবিসিপিসি সদস্য ও কমিউনিটির মানুষদের নিয়ে একটি করে এফজিডি সম্পন্ন করা হয়ছে ।

৬. সেকেন্ডারি তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে (আদালত, হাসপাতাল, সংবাদপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি)।

৪. নমুনায়ন

১. ভোলা জেলার মোট জনসংখ্যা ১৭,৭৬,৭৯৫ জন। এর মধ্যে ১০-১৯ বছরের কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা ৩,৮৯,১১৯। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ২১.৯%[৪]। নমুনায়নের ক্ষেত্রে যে গ্রহণযোগ্য মাত্রার সূত্রটি ব্যবহার করা হয়ছে তা হলো- 'কনফিডেন্স লেভেল'- ৯৫%, 'এরর মার্জিন'-৫% এবং 'পপুলেশন প্রোপরশন'-৫০%। সেক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা ৩,৮৯,১১৯ হলে নমুনায়ন হবে ৩৮৪। সমীক্ষায় শিশুবিয়ে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে সর্বোচ্চ মানদন্ড ধরে রাখতে ৩৮৫ জনের সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে।

২. নমুনায়নের ক্ষেত্রে চরাঞ্চল ও মূল ভূখন্ডকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। দৈবচয়নের মাধ্যমে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র পূরণ করে জেলার ৭টি উপজেলার মধ্যে ৬টি থেকে গড়ে ৫০ জন এবং সদর উপজেলার জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় সেখানে ৮৫ জন অর্থাৎ মোট ৩৮৫ জন নারী-পুরুষের সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে যারা কি না শিশুবিয়ের শিকার, এর আয়োজন, প্রতিরোধ বা এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবগত।

৫. সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য

সমীক্ষার কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র অনুযায়ী ব্যক্তিগত তথ্যের বাইরে ১৬টি প্রশ্ন থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

৫.১ ব্যক্তিগত তথ্য

উত্তরদাতাদের মধ্যে নারী ছিলেন ৫৭.১% এবং পুরুষ ৪২.৯%।

উত্তরদাতাদের বয়স ছিল ১৩-১৭ বছরের মধ্যে ১৮.৩%, ১৮-২৫ বছরের মধ্যে ২২.৫%, ২৬-৩৫ বছর ১৯.৯%, ৩৬-৪৫ বছর ২২%, ৪৬-৬০ বছর ১৫.২% এবং ৬১+ বয়সী ছিলেন ২.১% ব্যক্তি।

পেশা বিবেচনায় উত্তরদাতাদের মধ্যে ছিলেন কৃষক ৫.৭%, জেলে ৬.৫%, শ্রমজীবী ৫.৫%, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ৮.৯%, চাকুরি ১৩.৮%, গৃহিনী ৩৫.৪%, কাজী ০.৮%, ঈমাম ২.১% এবং ছাত্র-ছাত্রী ২১.৪%।

উত্তরদাতাদের মধ্যে নিজেই পাত্র ছিলেন ২.৪%, নিজেই পাত্রী ১৩.৪%, পাত্র-পাত্রীর বাবা-মা ছিলেন ১৮.৮%, ভাই-বোন ৫.৪%, অভিভাবক ২.৯%, আত্মীয় ৮.৪%, শিক্ষক ৩.৪%, সহপাঠী ৮.৬%, প্রতিবেশি ৩৫.১% এবং অন্যান্য ব্যক্তি ছিলেন ২.৬%।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বিবেচনায় মূল ভূখন্ড ও চরাঞ্চল বেছে নেয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে মূল ভূখন্ডে নেয়া হয়েছে ৭০.২% এবং চরাঞ্চলে ২৯.৮% উত্তরদাতার সাক্ষাতকার।

৫.২ শিশুবিয়ের কারণ, জীবনে এর প্রভাব ও প্রতিরোধের উপায় নিয়ে সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য

১. কত বছর বয়স পর্যন্ত শিশু হিসেবে গণ্য হবে বলে আপনি জানেন?

এর উত্তরে ৫ বছরের নিচে সবাই শিশু বলেছেন ৪.৭%, ১০ বছরের নিচে সবাই শিশু বলেছেন ৮.৯%, ১৫ বছরের নিচে সবাই শিশু বলেছেন ১১.৭%, ১৮ বছরের নিচে সবাই শিশু বলেছেন ৬২.৮% এবং জানি না বলেছেন ১২% উত্তরদাতা।

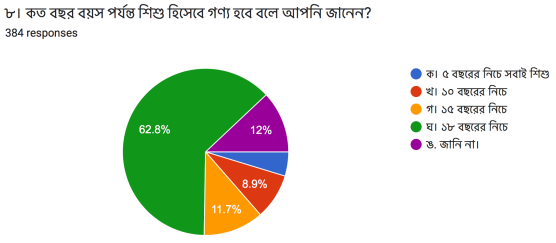

২. প্রচলিত আইন অনুযায়ী ছেলে-মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়স কত হতে হয় বলে আপনি জানেন?

এর উত্তরে ৫৮.১% উত্তরদাতা সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন, ৪১.৯% উত্তরদাতা ভুল উত্তর দিয়েছেন।

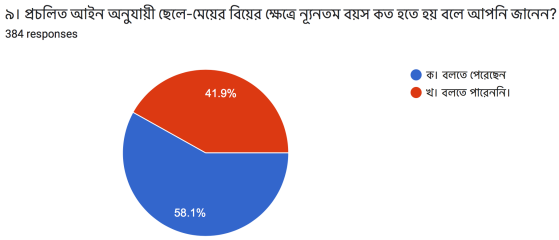

[4] Population and housing census 2011, BBS, page-95.

৩. আপনার এলাকায় শিশুবিয়ে কেন হয় বা এর কারণ কি বলে মনে করেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে একাধিক উত্তর দেয়ার সুযোগ ছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তরদাতাগণ একাধিক উত্তর বেছে নিয়েছেন। প্রেম-ভালোবাসা শিশুবিয়ের ক্ষেত্রে প্রধান কারণ মনে করেন ৬৩.৬% উত্তরদাতা। ছেলে-মেয়েদের এমন কর্মে তারা আশংকায় থাকেন ও অনিরাপদ বোধ করেন। পাশাপাশি নিরাপত্তা ও সুরক্ষাজনিত কারণেও শিশুবিয়ে দেয়া হয় বলে মনে করেন ৪১.৬% উত্তরদাতা। লেখাপড়া না করা এর কারণ বলে মত দিয়েছেন ২৫.৫%, ছেলে-মেয়ে সাবালক হয়েছে মনে করে বিয়ে দেয়া হয় বলে মনে করেন ২৫.২%, ভালো পাত্র পাওয়া গেছে বা পাত্র ভালো রোজগার করে এই কারণে শিশু বিয়ে দেয়া হয় বলে মনে করেন ৪৭.৮%, ভালো বংশ পেলে বিবাহ দেয়া হয় বলেছেন ২১%, ছেলে-মেয়েরা যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে তাই পারিবারিক সম্মানের কথা বিবেচনা করে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়া হয় বলেছেন ৪১%, অসচেতনতা এর কারণ বলেছেন ৪৪.৯%, ধর্মীয় ও সামাজিক কারণের কথা বলেছেন ১৫.৮%, মেয়ের বয়স বেশি হলে যৌতুক বেশি দিতে হয় তাই তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়া হয় বলেছেন ১০.৯% এবং দারিদ্র্যতার কথা বলেছেন ৫০.৯% উত্তরদাতা।

১০। আপনার এলাকায় শিশুবিয়ে কেন হয় বা এর কারণ কি বলে মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)
385 responses

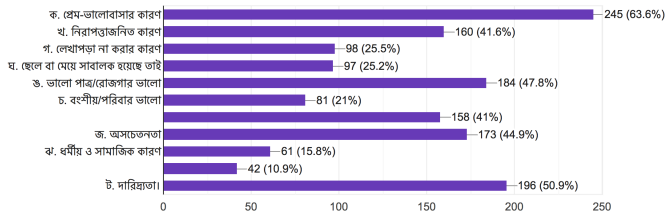

৪. আপনার এলাকায় শিশুবিয়ের হার কমছে না বাড়ছে বলে মনে করেন?

এর উত্তরে কমছে বলেছেন ৪৪.৫%, বাড়ছে বলেছে ৩৫.২%, একই রকম আছে বলেছেন ৬.৮% এবং জানি না বলেছেন ১৩.৫% উত্তরদাতা। উল্লেখ্য, সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৩৭.৮% উত্তরদাতরই ধারণা নেই ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু। সুতরায় ১৫-১৭ বছর বয়সীদেরকে বিয়েকে অনেক উত্তরদাতাই শিশুবিয়ে বলে মনে করেন না।

১১। আপনার এলাকায় শিশুবিয়ের হার কমছে না বাড়ছে বলে মনে করেন?
384 responses

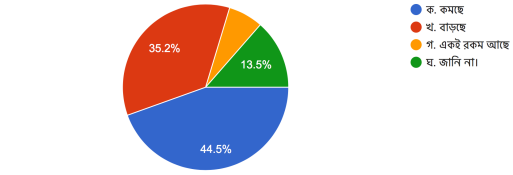

৫. শিশুবিয়ে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে করোনার কোন ধরণের প্রভাব আছে বলে আপনি মনে করেন কি?

এর উত্তরে আছে বলেছেন ২১.৭%, নাই বলেছেন ৩৯.৫% এবং জানি না বলেছেন ৩৮.৭% উত্তরদাতা।

১২। শিশুবিয়ে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে করোনার কোন ধরণের প্রভাব আছে বলে আপনি মনে করেন কি
382 responses

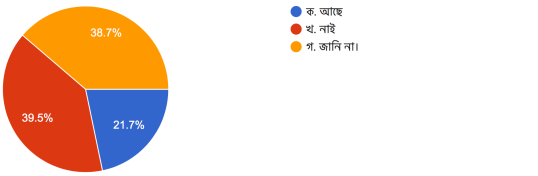

৬. কোন ধরণের পরিবারে শিশুবিয়ের হার বেশি হয় বলে আপনি মনে করেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে একাধিক উত্তর দেয়ার সুযোগ ছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তরদাতাগণ একাধিক উত্তর বেছে নিয়েছেন। দরিদ্র পরিবারে শিশু বিয়ে বেশি হয় বলেছেন ৭৬.৪% উত্তরতাতা। মধ্যবিত্ত পরিবারে হয় বলেছেন ২৯.১%, ধনী পরিবারে হয় বলেছেন ২.৩%, প্রায় সকল পরিবারে হয় বলেছেন ১৬.৬% এবং জানি না বলেছেন ৪.৭% উত্তরদাতা।

১৩। কোন ধরণের পরিবারে শিশুবিয়ের হার বেশি হয় বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)
385 responses

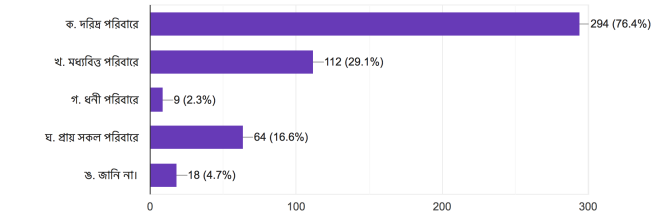

৭. শিক্ষার ধাপ বিবেচনায় কোন পর্যায়ে শিশুবিয়ের হার বেশি হয় বলে আপনি মনে করেন?

৫ম শ্রেণি শেষ করার পর শিশুদের বিয়ে হয়ে যায় বলেছেন ১৯.১% উত্তরদাতা। ৮ম শ্রেণি শেষ করার পর বিয়ে হয় বলেছেন ৬৭.৩%, মাধ্যমিক শেষ করার পর হয় বলেছেন ১০%, উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করার পর হয় বলেছেন ১.৩% এবং জানি না বলেছেন ১.৪%।

১৪। শিক্ষার ধাপ বিবেচনায় কোন পর্যায়ে শিশুবিয়ের হার বেশি হয় বলে আপনি মনে করেন?
382 responses

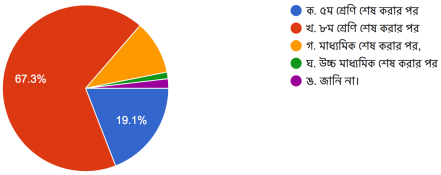

৮. শিশুবিয়ে হলে আপনারা কি এর প্রতিরোধ করেন?

এর উত্তরে হা বলেছেন ২৭.৯% উত্তরদাতা, না বলেছেন ৪১%, কখনও কখনও করি বলেছেন ২৪.৩% এবং অন্যরা করে যেমন পুলিশ, শিশুবিয়ে প্রতিরোধ কমিটি ইত্যাদি বলেছেন ৬.৮% উত্তরদাতা।

১৫। শিশুবিয়ে হলে আপনারা কি এর প্রতিরোধ করেন?
383 responses

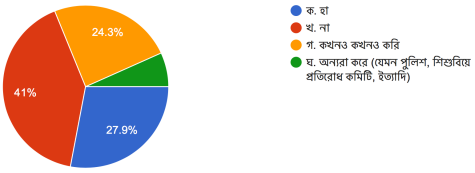

৯. স্থানীয় মেম্বার-চেয়ারম্যানদের শিশুবিয়ে প্রতিরোধে ভূমিকা কেমন বলে মনে করেন?

তারা ভালো ভূমিকা রাখেন বলেছেন ২৫.৯% উত্তরদাতা, মাঝে মাঝে ভূমিকা রাখেন বলেছেন ৪০.৮%, কোন ভূমিকা নেই বলেছেন ১৩.৪%, তারা ভোটের হিসেব করেন বলেছেন ৮.৯% এবং জানি না বলেছেন ১১% উত্তরদাতা।

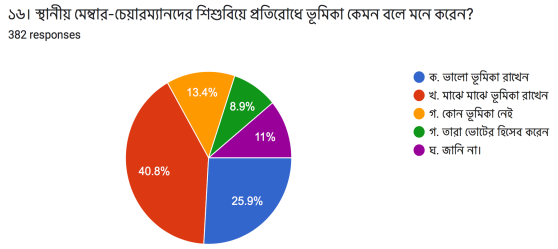

১০. বিয়ে বন্ধে পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা কেমন বলে মনে করেন?

তারা জোড়ালো ভূমিকা রাখেন বলেছেন ৪২.৩% উত্তরদাতা, তেমন ভূমিকা নেই বলেছেন ৩৮.১% এবং জানি না বলেছেন ১৯.৭% উত্তরদাতা।

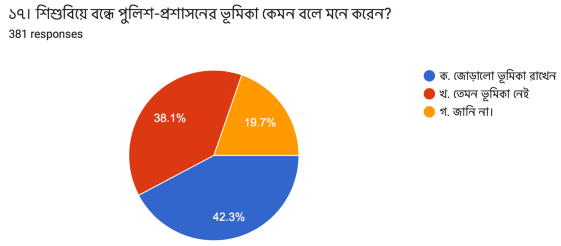

১১. যদি প্রতিরোধ না করেন তাহলে এর কারণ কি বলে মনে করেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে একাধিক উত্তর দেয়ার সুযোগ ছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তরদাতাগণ একাধিক উত্তর বেছে নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে এটি তাদের নিজেদের ব্যাপার, আমি কেন প্রতিরোধ করতে যাব বলেছেন ৪২.৩%, বিয়ে ভেঙ্গেছি বলে সবাই দোষ দেবে, শত্রুতা বাড়বে বলেছেন ৭৮.২%, মানুষ জানে না শিশুবিয়ে প্রতিরোধ করা উচিৎ বলেছেন ২২% এবং রাজনৈতিক কারণ/প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপের কারণে পারা যায় না বলেছেন ২১.৩% উত্তরদাতা।

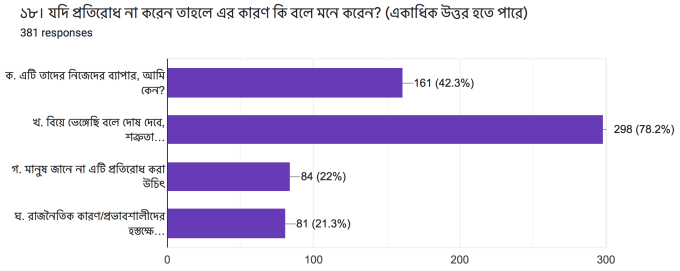

১২. শিশুবিয়ে বন্ধে সহায়তা পেতে সরকারি হটলাইন নাম্বার আছে। সে নাম্বারগুলো হলো-

এই প্রশ্নের উত্তরে একাধিক উত্তর দেয়ার সুযোগ ছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তরদাতাগণ একাধিক উত্তর বেছে নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে ১০৯ বলেছেন ১২.৮% উত্তরদাতা, ১০৯৮ বলেছেন ২০.৯%, ৯৯৯ বলেছেন ২৯.৩% এবং জানি না বলেছেন ৫৪.৫% উত্তরদাতা।

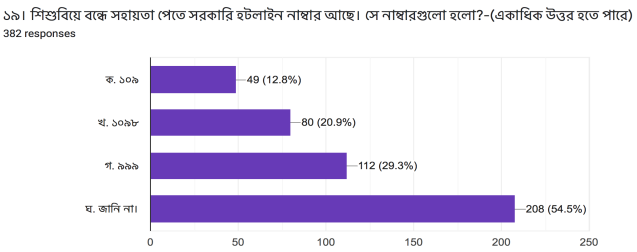

১৩. আপনার এলাকায় যৌতুকের প্রচলন কেমন?

এর উত্তরে অধিকাংশই যৌতুক দেয়/নেয় বলে মত দিয়েছেন ৬০.৩%, কমই যৌতুক দেয়/নেয় বলে মত দিয়েছেন ২২.১%, প্রচলন কম বলেছেন ৯.৯% এবং জানি না বলেছেন ৭.৮% উত্তরদাতা।

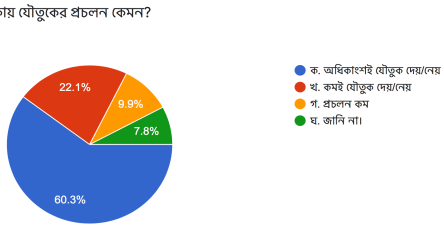

১৪.আপনার জানামতে এলাকায় তালাকের ঘটনা ঘটে থাকলে এর কারণ কি বলে মনে করেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতাগণ একাধিক উত্তর বেছে নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে যৌতুক সম্পর্কিত কারণে তালাক হয়েছে বলেছেন ৬২.১%, পরকীয়ার কারণে বলেছেন ৪৪.৯%, শিশুবিয়ের কুফল বলেছেন ৩৫.৬%, জুয়া ও নেশা এর কারণ বলেছেন ৩৮.২% এবং অন্যান্য কারণ বলেছেন ১১.৭% উত্তরদাতা।

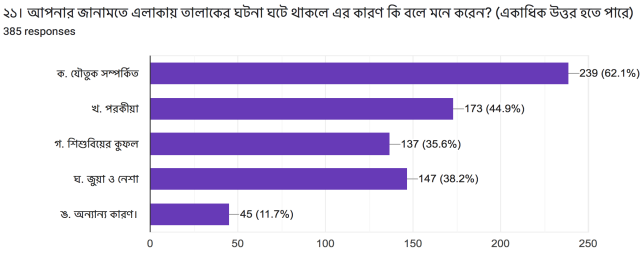

১৫.পরিবারে নারীর প্রতি সহিংসতা অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে যে সব ক্ষেত্রে এটি বেশি ঘটে-

এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাগণ একাধিক উত্তর বেছে নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে যে সকল পরিবারে সহিংসতা হয় তার কারণ হিসেবে শিশুবিয়ের শিকার নারীর উপর (কারণ সে সংসারের দায়িত্ব ঠিকমত সামলাতে পারে না) সহিংসতা ঘটে বলেছেন ৫৮.৭%, যৌতুক এর প্রধান কারণ বলেছেন ৬০.৩%, জুয়া ও নেশার কারণে সংসারে অশান্তি হয় ও সহিংসতা ঘটে বলেছেন ৫১.৪, স্বামী/স্ত্রীর পরকীয়া এর কারণ বলেছেন ৪৮.৮% এবং জানি না বলেছেন ৬.৮%।

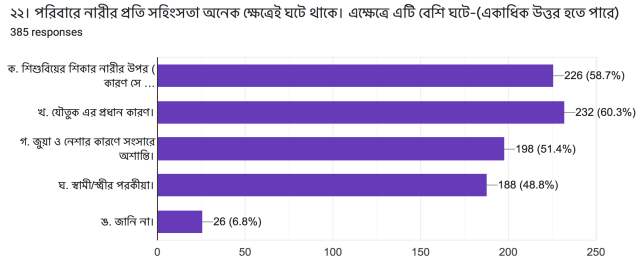

১৬. সমাজে শিশুবিয়ে প্রতিরোধে দয়া করে আপনার সুপারিশগুলো বলুন (একাধিক উত্তর হতে পারে)

এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাগণ একাধিক উত্তর বেছে নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে সমাজে সচেতনতা বাড়াতে হবে বলেছেন ৮৪.২%, আইনের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার কথা বলেছেন ৭৩%, কন্য/াশিশুদের বেশি করে শিক্ষা ও কর্মে নিয়োজিত করতে হবে বলেছেন ৩৮.৪%, নারী বোঝা নয় সম্পদ, মানুষকে তা বোঝানোর কথা বলেছেন ৩৫.১% এবং শিশুদের সুরক্ষায় সকল ব্যবস্থাগুলো নিশ্চিত করতে হবে বলেছেন ৩৫.৮% উত্তরদাতা।

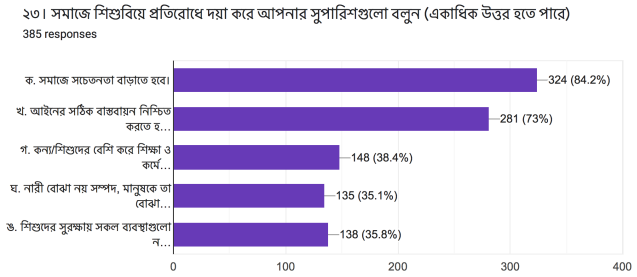

৬. শিশু হিসেবে গণ্য ও বিয়ের বয়স জানেন না অনেকেই, শিক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যাবস্থা শিশুবিয়ে রোধে সহায়ক

দেশ এগিয়ে গেলেও শিশু বিয়ের প্রবণতার হার তেমন কমেনি। ২০১৩ সালে দেশে ১৮ বছরের নিচে বিয়ের হার ছিল ৫২.২ এবং ২০১৯ সালে এই হার ৫১.৪। শিশুবিয়ে রোধে নানা রকম আইন ও পরিকল্পনা হলেও এই অগ্রগতি হতাশাব্যাঞ্জক। শিশুববিবাহ রোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি হলো ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছর বয়সের নিচে বিবাহ নিমূল করা এবং ১৫-১৮ বছরের মধ্যে শিশুবিবাহ এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনা। আর ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে শিশুবিবাহ নির্মূল করা[৫]। অথচ ভোলা জেলায় এর চিত্র বিপরীত এবং দিন দিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখনই উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া না গেলে এসডিজি'র অগ্রগতি ও প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সময়োচিত বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।

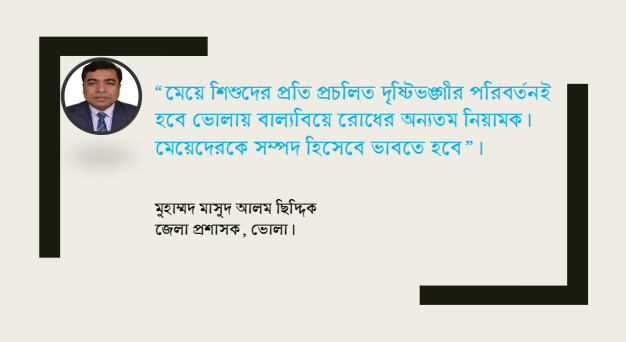

৬.১ শিশুবিয়ে কেন হয়? শিশুবিয়ে কি আমরা না জেনে-বুঝে সংঘটিত করছি?

বিয়ের প্রচলিত বয়স নিয়ে সমাজে অনেকের ধারণা পরিস্কার নয়। তাই অনেক সময় অজান্তেই শিশুবিয়ের মতো ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ১৮ বছরের নিচে সবাই শিশু এটি জানেন না ৩৭.২ শতাংশ উত্তরদাতা। পাশাপাশি প্রচলিত আইন অনুযায়ী ছেলে-মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়স কত হয় তা জানেন না ৪১.৯ শতাংশ উত্তরদাতা। আর শিশুবিয়ের কারণ হিসেবে উত্তরদাতারা একাধিক উত্তর দিয়েছেন। প্রধান কারণগুলোর মধ্যে শিশুবিয়ের ক্ষেত্রে প্রেম-ভালোবাসা দায়ী বলে মনে করেন ৬৩.৬% উত্তরদাতা। এর সাথে নিরাপত্তাজনিত কারণ আছে বলে জানিয়েছেন ৪১.৬%। লেখাপড়া না করা, সাবালক হওয়া, ভালো বংশ, ধর্মীয় ও সামাজিক কারণ, যৌতুক ইত্যাদি কারণ থাকলেও ভালো পাত্র পাওয়া গেলে শিশু বিয়ে দেয়া হয় বলে মনে করেন ৪৭.৮%। ছেলে-মেয়েরা যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে তাই পারিবারিক সম্মানের কথা বিবেচনা করে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়া হয় বলেছেন ৪১%। অসচেতনতার কথা বলেছেন ৪৪.৯% এবং দারিদ্র্যতার কথা বলেছেন ৫০.৯%। এলাকায় শিশুবিয়ে কমছে বলেছেন ৪৪.৫% এবং বাড়ছে বলেছেন ৩৫.২%। তবে সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৩৭.৮% উত্তরদাতরই ধারণা নেই ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু আর ১৫-১৭ বছর বয়সী মেয়েদের বিয়ে হওয়াকে অনেকেই শিশু বিয়ে বলে মানতে নারাজ। তাছাড়া শিশুবিয়ে দিলেও পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজন প্রকাশ্যে সেটি স্বীকার করতে চান না।। শিশুবিয়ে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে করোনার প্রভাব আছে বলেছেন ২১.৭%, নাই বলেছেন ৩৯.৫% এবং জানি না বলেছেন ৩৮.৭% উত্তরদাতা।

৬.২ কোন ধরণের পরিবারে শিশুবিয়ে বেশি, কেন শিশুবিয়ে কমছে না এবং এর সমাজে এর প্রভাব

দরিদ্র পরিবারে শিশু বিয়ের হার বেশি বলেছেন ৭৬.৪% উত্তরদাতা। মধ্যবিত্ত পরিবারে বেশি বলেছেন ২৯.১% এবং ধনী পরিবারে বেশি বলেছেন ২.৩% উত্তরদাতা। শিক্ষার ধাপ বিবেচনায় দেখা গেছে ৫ম শ্রেণি শেষ করার পর শিশুদের বিয়ে হয়ে যায় বলেছেন ১৯.১% উত্তরদাতা। ৮ম শ্রেণি শেষ করার পর হয় বলেছেন ৬৭.৩%, মাধ্যমিক শেষ করার পর হয় বলেছেন ১০% এবং উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করার পর হয় বলেছেন ১.৩%। সেক্ষেত্রে মেয়েদেরকে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর পার করে দিতে পারলেই ক্রমশ শিশুবিয়ের হার করে যাবে।

এছাড়া এলাকায় শিশুবিয়ে হলে তা প্রতিরোধ করেন বলেছেন ২৭.৯% উত্তরদাতা, না বলেছেন ৪১%, কখনও কখনও প্রতিরোধ করেন বলেছেন ২৪.৩% এবং অন্যরা করে যেমন পুলিশ, শিশুবিয়ে প্রতিরোধ কমিটির লোকজন ইত্যাদি বলেছেন ৬.৮% উত্তরদাতা। এছাড়া স্থানীয় মেম্বার-চেয়ারম্যানরা শিশুবিয়ে প্রতিরোধে ভালো ভূমিকা রাখেন বলেছেন ২৫.৯%, মাঝে মাঝে ভূমিকা রাখেন বলেছেন ৪০.৮%, কোন ভূমিকা নেই বলেছেন ১৩.৪% এবং তারা ভোটের হিসেব করেন বলেছেন ৮.৯% উত্তরদাতা। পুলিশ-প্রশাসন জোড়ালো ভূমিকা রাখেন বলেছেন ৪২.৩% উত্তরদাতা, তেমন ভূমিকা নেই বলেছেন ৩৮.১% এবং জানি না বলেছেন ১৯.৭% উত্তরদাতা। সমীক্ষায় দেখা যায় ভূমিকা না রাখার হার অনেক বেশি।

শিশুবিয়ে প্রতিরোধে ভূমিকা না রাখার কারণ হিসেবে উত্তরদাতারা জানায় যে, এটি তাদের নিজেদের ব্যাপার, আমি কেন প্রতিরোধ করতে যাব এমন বলেছেন ৪২.৩%, বিয়ে ভেঙ্গেছি বলে সবাই দোষ দেবে, একে-অপরের সাথে শত্রুতা বাড়বে বলেছেন ৭৮.২%, মানুষ জানেই না শিশুবিয়ে প্রতিরোধ করা উচিৎ এমনটি বলেছেন ২২% এবং রাজনৈতিক কারণ/

[5] বাল্যবিবাহ নিরোধ কল্পে জাতীয় কর্মশালা, ২০১৮-২০৩০।

প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপের কারণে এটি পারা যায় না বলেছেন ২১.৩% উত্তরদাতা। এছাড়া শিশুবিয়ে বন্ধে সহায়তা পেতে সরকারি হটলাইন নাম্বারের কথাও জানেন না বলেছেন ৫৪.৫% উত্তরদাতা। তাই শিশুবিয়ে প্রতিরোধে আইন প্রোয়োগের পাশাপাশি মানুষকে সচেতন করা এবং স্থানীয় সরকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জোড়ালো ভূমিকা রাখা খুবই জরুরী।

এলাকাতে অধিকাংশ মানুষই যৌতুক দেয়/নেয় বলে মত দিয়েছেন ৬০ উত্তরদাতা এবং যৌতুক সংক্রান্ত কারণে তাদের এলাকায় তালাকের ঘটনা ঘটেছে বলেও উত্তর দিয়েছেন ৬২.১%, পরকীয়ার কারণে তালাক হয়েছে বলেছেন ৪৪.৯%, শিশুবিয়ের কুফল এ জন্য দায়ী বলেছেন ৩৫.৬% এবং জুয়া ও নেশা তালাকের কারণ বলেছেন ৩৮.২%। এছাড়া পরিবারে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রধান কারণ হিসেবে শিশুবিয়ের শিকার নারী যিনি সংসারের দায়িত্ব ঠিকমত সামলাতে পারেন না তার উপর সহিংসতা ঘটে বলেছেন ৫৮.৭%, যৌতুক সহিংসতার প্রধান কারণ বলেছেন ৬০.৩%, জুয়া ও নেশার কারণে সংসারে অশান্তিও সহিংসতা হয় বলেছেন ৫১.৪ এবং স্বামী/স্ত্রীর পরকীয়া তালাকের কারণ বলে মনে করেন ৪৮.৮% উত্তরদাতা।

৬.৩ শিশুবিয়ের ভালো-মন্দো

সমীক্ষায় দেখা যায়, গত আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত ভোলা জেলার "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল" এ বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৪১৮৩ টি। এর মধ্যে "নারী ও শিশু বিষয়ক মামলা" ৩৯৬১ টি। অর্থাৎ এ সংখ্যা মোট চলমান মামলার ৯৪.৬৯%। সকল চলমান মামলায় মোট আসামীর সংখ্যা ৮৮৭০ এবং "নারী ও শিশু বিষয়ক মামলায়" আসামীর সংখ্যা ৮৬০৬। অর্থাৎ মোট আসামীর ৯৭.০২%। শিশুবিয়ে, যৌতুক, তালাক, ভরণপোষণ, নির্যাতন ইত্যাদি এসব মামলার অন্যতম উপজীব্য বিষয়।

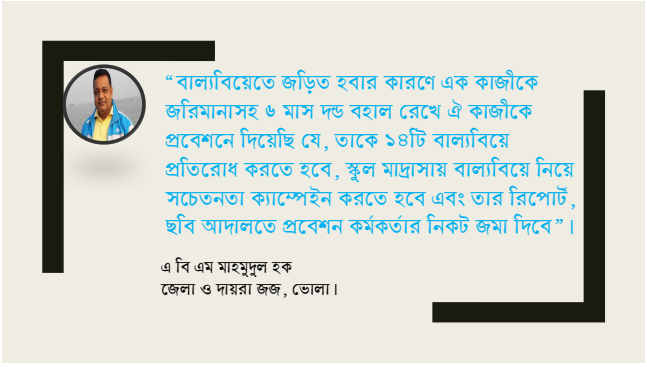

ভোলা সদর হাসপাতালে সেবা নিতে আসা রোগীদের গত জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর ২০২০ সালের তথ্য বিশ্লেষণ করলে উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট বয়সে এসে হঠাৎ করেই নারী রোগীদের সংখ্যা বেড়ে যায়। যেমন, এই তিন মাসে

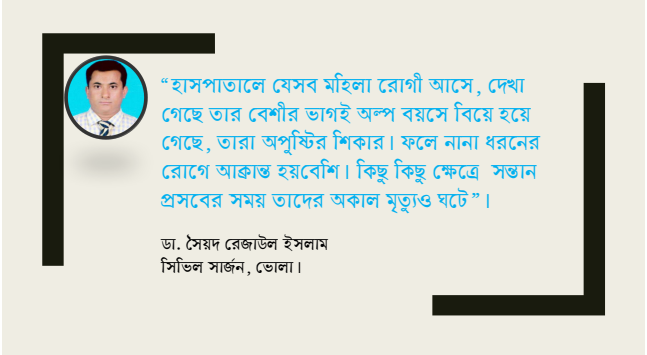

সেবা নিতে আসা ৫-১৪ বছর বয়সী পুরুষ রোগীর সংখ্যা ছিল ১৩৯৪ জন এবং নারীর সংখ্যা ১৩৯৯ জন। আর ১৫-২৪ বছর বয়সী পুরুষ রোগীর সংখ্যা ১৮৪০ জন, নারীর সংখ্যা ২৬৬৫ জন। অর্থাৎ ১৫-২৪ বছর সময়ে নারী রোগীর সংখ্যা বেশি। কারো কারো মতে এ সময়ে তাদের অনেকে বাল্যবিয়ের শিকার হয়ে থাকে এবং কেউ কেউ প্রজনন স্বাস্থ্য সংকটেও ভুগতে শুরু করে। তাই নারী রোগীর সংখ্যা বেড়ে যায় এবং পরবর্তী বয়সেও নারী রোগীদের সংখ্যাই বেশি।

এছাড়া শিশুবিয়ের কারণে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন সম্ভব হয় না। শিশুবিয়ের ফলে বিয়ে জিনিসটা যে কি তা তারা বুঝতেই পারে না, সংসার ঠিকমতো সামলাতে পারে না। সে কারণে কটু কথা শুনতে হয়। কখনও কখনও শারিরীক নির্যাতনও ভোগ করতে হয়। অনেক সময় যৌতুকের চাপ বাড়ে। অনেক সময় সংসারও ভেঙ্গে যায়। বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না থাকার ফলে আইনি সুরক্ষা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। দেনমোহর, ভরণপোষণ থেকে বঞ্চিত হয়। এক সময় তালাকপ্রাপ্ত মেয়েটি পরিবারে বোঝা হয়ে দাড়ায় এবং সমাজে লাঞ্ছনা ও হীনমন্যতা নিয়ে জীবন যাপন করে। বাল্যবিয়ের কারণে এরা অল্প বয়সে মা হয়। ফলে স্বাস্থ ঝুঁকিতে পড়ে এবং সন্তান প্রসবের কালে অনেকে মারা যায়।

৭. শিশুবিয়ে প্রতিরোধে এফজিডি ও সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ

১. বিশেষতঃ দরিদ্র পরিবারগুলোতে মেয়েদের বোঝা মনে করা হয়। তারা কন্যাকে দায় মনে করে। শিশুবিয়ে দিয়ে তারা কন্যার দায় থেকে মুক্ত হতে চায়। তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে সম্পৃক্ত করে গ্রামে গ্রামে সভার আয়োজন করা।

২. শিশুবিয়ে দিলে সুফলের চেয়ে কুফল বেশি হয় এ বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো ও মানুষকে সচেতন করা।

৩. বিয়ের প্রচলিত বয়স নিয়ে সমাজে অনেকের ধারণা পরিস্কার নয়। অনেকে ১৫-১৭ বছরের মেয়েকে সাবালক হয়েছে মনে করে ও বিয়ের উপযুক্ত ভাবে। তাই বিয়ের সঠিক বয়স নিয়ে পরিস্কার ধারণার জন্যও প্রচারাভিযান করা।

৪. গ্রামে মানুষের নিকটতম প্রতিষ্ঠান হলো ইউনিয়ন পরিষদ। এমন কোন বিবাহ হয় না যার তথ্য ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ এবং চকিদারগণ জানেন না। শিশুবিয়ে বন্ধে তাদের সক্রিয় ভূমিকাই যথেষ্ট।

৫. এলাকায় মোবাইল ও ফেসবুক এর অপব্যবহারের কারণে ছেলে-মেয়েরা না বুঝেই প্রেম-ভালোবাসার মতো বিষয়ে জড়িয়ে পড়ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা

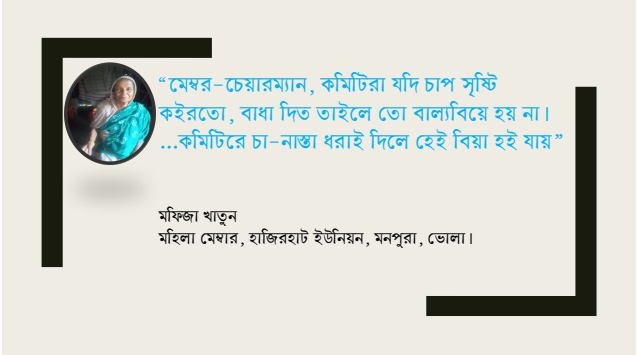

দুর্ঘটনায় রুপ নিচ্ছে। বখাটেদের উৎপাত এর আরেকটি

কারণ। অভিভাবকগণ তাই ঝুঁকি না নিয়ে মান-সম্মানের কথা চিন্তা করে বিয়ে দেয়ার মতো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। অভিভাবক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কমিটি, ধর্মীয় নেতা, এলকার গন্যমান্য ব্যক্তি ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত ওয়ার্ডভিত্তিক কমিটি গঠন করে তাদেরকে এ বিষয়ে দ্বায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

"জনপ্রতিনিধি বা রাজনীতিবিদদের সচেতনতার অভাব--বাল্যবিয়ে নিরোধ আইনের বিশেষ ধারা - যেখানে ১৬ বছরের নীচে হলেও বিয়ে দেওয়া যাবে এবং আইন সম্পর্কে প্রচারের অভাব--এগুলোই বাল্যবিয়ে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রধান দুর্বলতা"।

মো: রুহুল আমিন
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, চরফ্যাশন, ভোলা।

৬. করোনা পরিস্থিতির কারণে বিদ্যালয়গুলো বন্ধ রয়েছে। কবে খুলবে অভিভাবকগণ বুঝতে পারছেন না। অনেক প্রাইভেট বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়িতে বসে রয়েছে। যে সকল পরিবারে সক্ষমতা বা শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের ঘাটতি আছে তারা ভালো পাত্র পেলে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। সকল প্রতিষ্ঠান খোলা রয়েছে কিন্তু বিদ্যালয়গুলো বন্ধ। তাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিদ্যালয়গুলো সীমিত আকারে হলেও খুলে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭. শিক্ষার ধাপ বিবেচনা করে দেখা গেছে অষ্টম শ্রেণি পাস করার পরপরই মেয়েদের বিয়ে দেয়া শুরু হয়ে যায়। মাধ্যমিক পাস করলেই এ হার কম এবং উচ্চ মাধ্যমিকের পর তা দারুণভাবে কমে যায়। তাই মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় নিতে হবে। সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরে ছেলেদের ১০% এবং মেয়েদের ৩০% করে মাসিক উপবৃত্তি দেয়া হয়। ২০২১ সাল থেকে ছেলে ও মেয়েদের উপবৃত্তির হার আরো ১০% করে বাড়ানোর ঘোষণা করা হয়েছে। উপবৃত্তির টাকা খুবই সামান্য। এটি বাড়িয়ে দেয়া ও মেয়েদের ৮০% কে উপবৃত্তির আওতায় আনা শিশুবিয়ে বন্ধে জরুরী ভূমিকা রাখবে।

৮. শিশুবিয়ে বন্ধে সরাসরি অংশ নিতে কমিউনিটির মানুষ তেমন আগ্রহী নন কারণ এতে করে প্রতিবেশির সাথে তাদের বিরোধ হয়। সরকারি হটলাইন নম্বরে ফোন করে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করা যায় তাও জানেন না সমাজের অধিকাংশ মানুষ। তাই মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৯. ভূয়া জন্ম নিবন্ধন করে বিয়ের বয়স হয়েছে দেখানো হয়। তাই ভূয়া জন্ম নিবন্ধন রোধে ইউনিয়ন পরিষদের কঠোর নীতি পালন করা।

১০. বাজারে কম্পিউটার দোকানগুলো অনেক ক্ষেত্রে ভূয়া জন্ম নিবন্ধন কার্ড বানিয়ে দেয়। এটি কঠোরভাবে বন্ধ করা।

"বাল্যবিয়ে আগের চেয়ে কমেছে তবে ১০০% বন্ধ হয় নাই। যে সমস্ত মেয়েদের বয়স ১২-১৮ তাদের অভিবাবকদের সনাক্ত করে সভা-সমাবেশের মাধ্যমে সচেতনতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে"।

আবুল কাশেম মিয়া
চেয়ারম্যান, লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ, লালমোহন, ভোলা।

১১. কাজী, ইমাম, পুরোহিতদের সাথে প্রশাসনের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। তাদের যদি মনে হয় ছেলে-মেয়ের বয়স হয়নি তাহলে বিয়ে পড়ানো বন্ধ রাখা এবং সাথে সাথেই পুলিশ বা প্রশাসনকে বিষয়টি অবহিত করা।

১২. শিশুবিয়ে বন্ধে সহায়তাকারী অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সঠিকভাবে দ্বায়িত্ব পালন করা।